Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

Original Article

শুল্ক এবং উত্তেজনা প্রশমনের যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি (২০২৪ - ২০২৫)

Bablu Mondal
Ph.D Research Scholar, Jadavpur University
Email: mondal.bablu369@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180227
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 2(A)
Pp. 139-142
February - 2026
Submitted: 17 Jan. 2026
Revised: 27 Jan. 2026
Accepted: 12 Feb. 2026
Published: 28 Feb. 2026

সারাংশ

আমার এই গবেষণাপত্রটি বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থা এবং পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের সমসাময়িক পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ করে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের মত প্রধান শক্তিগুলির সাথে তার সম্পর্কের উপর কেন্দ্রীভূত। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক উদীয়মান শক্তি হিসেবে ভারত ঐতিহাসিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক আন্ত:নির্ভরশীলতা, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা প্রভাবিত জটিল দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কসমূহ পরিচালনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্ব, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে গভীরতর হয়েছে, বিশেষত কোয়াডের মতো কাঠামোর মাধ্যমে; তবে ২০২৫ সালে মার্কিন শুল্কনীতি (৫০% পর্যন্ত ট্যারিফ) এবং বাণিজ্যিক মতবিরোধ ভারতের জোট- নিরপেক্ষ অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেছে। রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, জ্বালানি বাণিজ্য এবং ব্রিকস/ এসসিও-তে পারস্পরিক সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যদিও রাশিয়া-চীনের ঘনিষ্ঠতা নতুন জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ভারত-চীন সম্পর্ক প্রতিযোগিতা এবং সতর্ক সহযোগিতার মিশ্রণ প্রতিফলিত করে, যেখানে ২০২৪ সালের সীমান্ত চুক্তির পর প্যাট্রোলিং ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং ২০২৫ সালের সংলাপের পুনরারম্ভ (যেমন ডাইরেক্ট ফ্লাইটস এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি) আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হয়েছে, কিন্তু মৌলিক দাবি-দাওয়া অমীমাংসিত রয়েছে প্রাথমিক উৎস কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং ২০২৫ সালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যার মধ্যে মার্কিন ট্যারিফ, পুতিনের ভারত সফর এবং এসসিও/ব্রিকসে মিথস্ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত-এর ভিত্তিতে এই গবেষণা বিশ্লেষণ করে যে ভারত কিভাবে বহু-সারিবদ্ধতা (multi-alignment) কৌশলের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে, বহুমেরু এশিয়াকে উ সাহিত করে এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে। এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে যে এই কৌশল ভারতের আন্তর্জাতিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং প্রধান শক্তিগুলির প্রতিযোগিতার ঝুঁকি হ্রাস করে, যা এক উদীয়মান শীর্ষ শক্তি হিসেবে তার ভূমিকা কে শক্তিশালী করে।

মূলশব্দ গুলি: *১.কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, ২. বহু-সারিবদ্ধতা (Multi-alignment), ৩. ভারত-মার্কিন সম্পর্ক, ৪. ভারত-রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্ব, ৫. ভারত-চিন সীমান্ত গতিশীলতা*

ভূমিকা

বিশ্ব রাজনীতির গতিশীলতা সর্বদা পরিবর্তনশীল, এবং ২০২৪ - ২০২৫ সাল এই পরিবর্তনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সময়কালে , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক নীতি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে, যখন চীনের সাথে ভারতের সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং রাশিয়ার সাথে প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি সম্পর্ক অব্যাহত থাকে । ভারত, একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত শক্তি হিসেবে, এই প্রেক্ষাপটে তার পররাষ্ট্রনীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে, যা নির্ভরশীলতা ব্যবস্থাপনার(dependency management) একটি মডেল হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

নির্ভরশীলতা ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় একটি দেশের অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং কূটনৈতিক নির্ভরতাকে বৈচিত্র্যকরণ করে কোনো একক শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরতা এড়ানো । ভারতের ক্ষেত্রে, এটি কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের সাথে যুক্ত, যা দেশকে তার স্বার্থ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
Bablu Mondal, Ph.D Research Scholar, Jadavpur University

How to cite this article:
Bablu Mondal, (2026). শুল্ক এবং উত্তেজনা প্রশমনের যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি (২০২৪ - ২০২৫)*.Journal of Research and Development, 18(2(A)), 139-142.*
https://doi.org/10.5281/zenodo.18934138

Quick Response Code:

Website:
https://jrdrvb.org/

DOI:
10.5281/zenodo.18934138

OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

বহুমুখী সম্পর্ক এই স্বায়ত্তশাসনের একটি কী উপাদান, যা ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের মতো মহাশক্তিগুলির সাথে একই সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হল ২০২৪-২০২৫ সালে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ করা, যা শুল্কযুদ্ধ এবং উত্তেজনা প্রশমনের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের সাথে সম্পর্কের উপর কেন্দ্রীভূত।

গবেষণা প্রশ্ন: কিভাবে ভারত নির্ভরশীলতা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে রক্ষা করছে? এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং কূটনৈতিক প্রশমনের দিকগুলি অন্বেষণ করবে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে জোট নিরপেক্ষতা নিতি থেকে বহুমুখী নীতিতে বিবর্তিত হয়েছে (P Vaishnav.,2023)। ঠান্ডা যুদ্ধের পর, ভারত অর্থনৈতিক উদারীকরণের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে যুক্ত হয়, কিন্তু তার স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করে। ২০২৪ - ২০২৫ সালে, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব, মার্কিন-চীন প্রতিযোগিতা এবং ভারত-চীন সীমান্ত সংঘাত এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। ভারতের রাশিয়ান তেল আমদানি ৩৬% ছিল, যা মার্কিন শুল্কের কারণে কমে (Raghavan.,2025) । চীনের সাথে ২০২০ গালওয়ান সংঘর্ষের পর ২০২৪ সালের অক্টোবরে প্যাট্রোলিং চুক্তি একটি মাইলফলক (Singh Gill.,2024)। রাশিয়ার সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক অব্যাহত (এস ৪০০) ।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় নির্ভরশীলতা ব্যবস্থাপনা একটি কেন্দ্রিয় থিম। জয় শংকর (২০২০) তার "The India way" গ্রন্থে বহুমুখী নীতির উপর জোর দিয়েছেন, যা মহাশক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

পান্থ (২০২৩) ভারত-চীন সম্পর্কে সীমান্ত উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক নিয়ে চ্যাথাম হাউসের প্রতিবেদন(২০২৪) জ্বালানি এবং প্রতিরক্ষা নির্ভরতা আলোচনা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি নিয়ে কার্নেগি এন্ডাউমেন্টের বিশ্লেষণ (২০২৫) ভারতের বাণিজ্য চাপ তুলে ধরেছে ।

ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ধারণা রিয়ালিজম তত্ত্বের সাথে যুক্ত, যা জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ২০২৪ - ২০২৫ সালের প্রেক্ষাপটে, ট্রাম্পের শুল্কনীতি ভারতকে রাশিয়ান নির্ভরতা কমাতে বাধ্য করে, যা সাঙহাই (২০২৫) এর বিশ্লেষণে দেখা যায়।

রাশিয়ার সাথে সম্পর্কে, উন্নিকৃষ্ণান এবং দত্ত (২০২৩) প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি সহযোগিতাকে "পরিচালিত অবনতি" হিসাবে বর্ণনা করেন।

চীনের সাথে, ২০২০ গালওয়ানের পর সীমান্ত প্রশমন ২০২৪ সালের অক্টোবর চুক্তিতে পৌঁছে, যা ওয়ার অন দা রকস (২০২৫) এর প্রতিবেদনে চিহ্নিত হয়েছে।

চ্যাথাম হাউস (২০২৫) এটিকে অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত কারণে যুক্ত করে।

বাণিজ্য ঘাটতি এবং সেনা মোতায়েন অব্যাহত থাকলেও, কূটনৈতিক সফর গুলি (জয় শংকরের জুলাই ২০২৫ সফর) সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয়।

এই সাহিত্য গুলি ভারতের নীতির কৌশলগত দিকগুলি প্রকাশ করে, যা এই গবেষণার ভিত্তি। কিন্তু ২০২৪ - ২০২৫ সালের নির্দিষ্ট ঘটনাবলী, যেমন মার্কিন শুল্কের প্রভাব এবং চীনের সাথে প্রশমন, আরও বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন, যা এই গবেষণা পত্রটি পূরণ করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি সেকেন্ডারি উ□সের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা । তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা (কার্নেগি, ওআরএফ, সিএসআইএস), সংবাদপত্র (রয়টার্স, ব্লুমবার্গ, সিএনএন) এবং সরকারি প্রতিবেদন (ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক, হোয়াইট হাউস) থেকে। বিশ্লেষণে কৌশলগত নির্ভরশীলতা মডেল ব্যবহার করা হয়েছে, যা অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং কূটনৈতিক দিকগুলি পরীক্ষা করে। সময়সীমা ২০২৪-২০২৫ সালের ঘটনাবলী সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত।

গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে, তথ্য গুলি থিম্যাটিকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে: শুল্ক চাপ, জ্বালানি নির্ভরতা, সীমান্ত প্রশমন। ঐতিহাসিক রক্ষায়, তথ্যগুলি নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত, এবং উ□স গুলি যাচাইকৃত।

সীমাবদ্ধতা: প্রাথমিক তথ্যের অভাব, যা ভবিষ্য□ গবেষণায় পূরণ করা যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভারতের নীতি: শুল্ক চাপ এবং বাণিজ্য সামঞ্জস্য

২০২৪-২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্ক শুল্কযুদ্ধের ছায়ায় ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন ২০২৫ সালের আগস্টে ২৫% প্রতিশোধ মূলক এবং ২৫% শাস্তি মূলক শুল্ক আরব করে, যা মোট ৫০% হয়, রাশিয়ান তেল আমদানির জন্য (Asadullah.,2025) ।

এটি ভারতের রপ্তানি কে প্রভাবিত করে, যেমন টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং আইটি সার্ভিস। ২০২৪ সালে রাশিয়ান তেল আমদানি ৩৬% ছিল, যা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ছাড়কৃত মূল্যে পাওয়া যায় (Raghvan.,2025) ।

ভারত এই চাপের মুখে নির্ভরশীলতা বৈচিত্রকরণ করে। মার্কিন তেল আমদানি ২০২৫ সালের অক্টোবরে ১০.৭% বেড়ে যায়, "মিশন ৫০০" এর অধীনে $৫০০ বিলিয়ন বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রায় (Raghavan.,2025)।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মোদী-ট্রাম্প সাক্ষাতে শুল্ক ১৮% -এ নামে, যখন ভারত রাশিয়ান তেল কম আমদানি করার প্রতিশ্রুতি দেয় (Lawder,Ahmed.,2026) । এটি ভারতের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখে; ২০২৫ সালের নভেম্বরে মার্কিন রপ্তানি ২৩% বাড়ে।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

এই নীতি ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন দেখায়, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষতি ($২.৭ বিলিয়ন সঞ্চয় হারানো) হয় । ভবিষ্যতে, ভারত মার্কিন সাথে প্রযুক্তি সহযোগিতা বাড়াতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য মূলত রপ্তানিনির্ভর। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত- যুক্তরাষ্ট্রের মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে ভারত প্রায় 40.৮২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্জন করে(Anjum.,2025) । ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে ওষুধ শিল্পজাত পণ্য, প্রকৌশল পণ্য, বস্ত্র, রত্ন ও গয়না এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেবা। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আমদানির মধ্যে বিমান, যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আমদানি ছিল প্রায় ৪০.১ বিলিয়ন ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ছিল প্রায় ৭৩.৩ বিলিয়ন ডলার,যা ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি সক্ষমতা ও মার্কিন সরবরাহ শৃঙ্খলে গভীর সংযুক্তিকে নির্দেশ করে এই প্রবণতা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতের শক্তিশালী অবস্থান প্রতিফলিত করে(Preet Kaur,Omari,Muridi,Nabard.,2021) ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের রপ্তানি নির্ভরতা ভারতের জন্য সম্ভাব্য শুল্ক আরোপ, নীতিগত পরিবর্তন এবং বাজারগত ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ শিল্প এবং রত্ন ও গয়না খাতে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জন্য বড় আমদানিকারক অংশীদার নয়, তবুও দেশটি উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, বিশেষায়িত প্রযুক্তি, মহাকাশ শিল্পের যন্ত্রাংশ এবং মেধাস্বত্বনির্ভর পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়া, সেবা খাত, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক নির্ভরতা আরও গভীর হয়েছে। এই বৃহৎ বাণিজ্য পরিসর যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য দরকষাকষির ক্ষমতা প্রদান করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যের প্রধান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে মার্কিন বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন, বাজার কেন্দ্রীকরণজনিত প্রভাব এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের সরবরাহ সীমাবদ্ধতা। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য ভারতের উচিত রপ্তানি বাজার বৈচিত্রকরণ, উচ্চ-মূল্য সংযোজিত খাতে দেশীয় সক্ষমতা জোরদার করা এবং আলোচনায় শক্তিশালী দরকষাকষির কৌশল বজায় রাখা। পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও জ্বালানির জন্য বিকল্প সরবরাহ উৎস নিশ্চিত করা ভারতের কৌশলগত স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

রাশিয়ার প্রতি ভারতের নীতি: প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি নির্ভরতা

রাশিয়া ভারতের প্রধান প্রতিরক্ষার অস্ত্র সরবরাহকারী রাষ্ট্র; ২০২৪-২০২৫ সালে ৩৬ শতাংশ অস্ত্র আমদানি রাশিয়া থেকে করা হয় (Singh Tomar.,2024) ।

এস-৪০০, সু-৩০ এমকেআই এবং টি-৯০ ট্যাঙ্কের মতো প্ল্যাটফর্ম রাশিয়ান। জ্বালানি নির্ভরতা বেড়েছে; ২০২৪-২০২৫ সালে বাণিজ্য $৬৮.৭ বিলিয়ন, যার ৮৫% তেল (Mollestam,Saini.,2025) ।

ডিসেম্বর ২০২৫ -এ পুতিনের সফরে $১০০ বিলিয়ন লক্ষ্য নির্ধারিত হয় (Raghavan.,2025) ।

মার্কিন চাপ সত্ত্বেও, ভারত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা অব্যাহত রাখে, যেমন ইন্দ্রা-২০২৫ যৌথ মহড়া। কিন্তু তেল আমদানি কমে, যা নির্ভরশীলতা বৈচিত্রকরণের উদাহরণ: নিউক্লিয়ার সহযোগিতা(কুদানকুলাম) অব্যাহত।

এটি ভারতের বহুমুখী নীতির প্রতিফলন, যা চীনের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষা করে ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ভারতের আমদানিক প্রায় ৬৩.৮৪ বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি ছিল মাত্র ৪.৮৮ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, ২০২১ সালের ৬.৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

ভারত রাশিয়া থেকে প্রধানত অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম পণ্য, সার, ধাতু এবং কৃষি পণ্য আমদানি করে। অন্যদিকে, রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানির মধ্যে রয়েছে প্রকৌশল পণ্য, ওষুধ শিল্প জাত পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য এবং সীমিত পরিমানে কৃষি পণ্য। এই বাণিজ্য কাঠামো ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের গভীর ভারসাম্যহীনতাকে প্রতিফলিত করে।

ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যে জ্বালানি আমদানির আধিপত্য অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধুমাত্র অপরিশোধিত তেল আমদানির পরিমাণই প্রায় ৫৬.৮ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে (Sharma.,2025)। ইউক্রেন যুদ্ধ -পরবর্তী নিষেধাজ্ঞার ফলে ছাড়মূল্যে রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করলেও, একইসঙ্গে এটি দেশটিকে ভুল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপের মুখে ফেলেছে।

জ্বালানির বাইরে সার ও খাদ্য পণ্যের মতো আমদানি ও ভারতের শিল্প ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডোর (INSTC) -এর মত লজিস্টিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ উদ্যোগ বাণিজ্য সহজতর করলেও, তা কাঠামোগত নির্ভরশীলতা কেউ স্পষ্ট করে তোলে। রাশিয়ার জ্বালানি আমদানির উপর ভারতের অতিরিক্ত নির্ভরতা তেলের ওঠানামা, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং লজিস্টিক বিঘ্নের ঝুঁকি বাড়ায়। রাশিয়ার বাজারে ভারতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সীমিত থাকায় বাণিজ্য ভারসাম্য সংশোধন একটি ধীর প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে নীতিগত অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে রপ্তানি সম্প্রসারণ, আমদানি পণ্যের বৈচিত্রকরণ, নিরাপদ লজিস্টিক ও আর্থিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা এবং জ্বালানি ও শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা অর্জন। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ভারতের কৌশলগত অভিপ্রায় কে প্রতিফলিত করে- যেখানে নির্ভরশীলতা ও বৈচিত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে (Raghavan.,2025) ।

চীনের প্রতি ভারতের নীতি: সীমান্ত প্রশমন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

২০২০ গালওমানের পর,২০২৪ সালের অক্টোবরে প্যাট্রোলিং চুক্তি সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমিত করে (Haidar.,2024) ।

২০২৫ সালে কূটনৈতিক সফর বেড়েছে- জয় শঙ্করের জুলাই এবং ওয়ানয়ির আগস্ট সফর (Lidarev.,2025) ।

বাণিজ্য $১২৭ বিলিয়ন। ঘাটতি $১০০ বিলিয়ন।

মার্কিন শুল্কের কারণে চীন ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে; সরাসরি ফ্লাইট এবং ভিসা পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু সেনা মোতায়েন অব্যাহত ছিল , যা পূর্ণ প্রশমনের অভাব দেখায়।

ভারত 'আত্মনির্ভর ভারত' নীতি দিয়ে চিনের পন্যের প্রতি নির্ভরতা কমায়। এটি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং কূটনৈতিক ভারসাম্যের উদাহরণ ।

ভারত-চীন বাণিজ্যে ভারতের স্থায়ী ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমান ছিল প্রায় ৫৩.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৪.৯২ বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি মাত্র ১৭.৯৭ বিলিয়ন ডলার (Begum.,2023)। ভারতের প্রধান আমদানির মধ্যে ছিল ইলেকট্রনিক্স, টেলি যোগাযোগ সরঞ্জাম, শিল্প যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য, আর রপ্তানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জৈব রাসায়নিক দ্রব্য, তুলা, খনিজ পদার্থ এবং সামুদ্রিক পণ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস এবং কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাথমিক প্রভাবের কারণে এই ঘাটতি কিছুটা কমে ৪৮.৬৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে (Bijoy.,2022)। তবে ২০২৪-২৫অর্থ বছরে ইলেকট্রনিক্স, সৌর প্যানেল, টেলি যোগাযোগ সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি বৃদ্ধির ফলে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি রেকর্ড ৯৯.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় (Begum.,2023)। সীমিত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্রের অভাব এই কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতাকে আরও গভীর করেছে।

চীন ভারতের বৃহত্তম আমদানিকারক অংশীদার হিসেবে মোট পণ্য আমদানির প্রায় ১৫.৭ শতাংশ সরবরাহ করে। ইলেকট্রনি, সেমিকন্ডাক্টর, টেলি যোগাযোগ যন্ত্রাংশ, বিশেষায়িত রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ভারতের চিনের উপর নির্ভরতা অত্যন্ত বেশি, যা বিকল্প উ□স খোজাকে ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ করে তোলে। এই অসম বাণিজ্য কাঠামো ভারতের দরকষাকষির ক্ষমতা সীমিত করে এবং চীনের সম্ভাব্য নীতিগত চাপ, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কিংবা অশুল্ক বাঁধার ঝুঁকি বাড়ায়। একই সঙ্গে, চীনে ভারতের রপ্তানির অংশ মোট রপ্তানির মাত্র ৩.৩ শতাংশ হওয়ায় এই নির্ভরতা ভারসাম্যহীন রয়ে গেছে।

চীনা আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভারতের সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন, শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিশোধ মূলক পদক্ষেপ এবং উচ্চ-মূল্য সংযোজিত শিল্প খাতে নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় আমদানি বিকল্পকরণ, সরবরাহ শৃঙ্খল বৈচিত্র্যকরণ এবং দেশীয় উ□পাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। অর্থনৈতিক নির্ভরতা যে কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে, ভারতের কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা নীতিতেও এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উপসংহার

২০২৪-২০২৫ সালে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ভরশীলতা ব্যবস্থাপনার সফল উদাহরণ। মার্কিন শুল্কচাপ সত্ত্বেও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং চীনের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। এই নীতি কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করে, যদিও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ অব্যাহত ছিল । ভবিষ্যতে ভারতকে নির্ভরতা বৈচিত্র্যকরণ এবং বহুমুখী নীতি অব্যাহত রাখে উভয় দেশ গুলির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Siddiqui,K.(2025). China, India, Russia and the SCO. The world financial review.
2. Mohan,R.(2024). A Decade of Transitions Trends in Indian Foreign Policy.CSDR.
3. Gautam,P., Pushkar,A.,Saroja,J.(2025). India-China-US trade war: Balancing relationships, economics recognization, supply-China revelancing.IJFMR.
4. Bajpaee,C.,Jie,Y.(2025). How China-India relations will save Asia and the global order. Chatham House.
5. Mishra, R.(2023). From non-alignment to multi-alignment assessing India's foreign policy shift. Taylor and Francis.
6. Hall,I.(2016). Multialignment and Indian Foreign policy under Narendra Modi. Taylor and Francis.
7. Singh,S.(2025). Multipolarity and Multi-alignment: India's Quest for autonomy in a Changing World.RSiS.
8. Kumar,A.(2025). Strategic tariffs and economic diplomacy: Understanding India-America trade policy shifts.IJPREMS.
9. Kratz,A.(2025). The outlook for E.U-China relations and the implications for India.ORF.
10. Nair,A.(2025). New us tariff policy and its impact on India. International journal of social science and economic research.
11. Tiwari,V.(2025). ECONOMIC INTERDEPENDENCY VS. STRATEGIC COMPETITION:RETHINKING INDIA-CHINA ENGAGEMENT IN 2025.TMP.
12. Basile,E.,Boni,F.,Cecehi,C.,Guerrieri,P.,Torri,M.(2025). Political economic and social transformation in India under the Modi administrations.CeSPI.